সমকাল

ওকে মেরো না, খবর নাও আমাদের ছাত্র কি-না: জাফর ইকবাল

১৬ মিনিট আগে

শাবি প্রতিনিধি

হামলার পর শনিবার সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার আগে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল— সমকাল

হামলার শিকার হওয়ার পর লেখক-শিক্ষাবিদ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল হামলাকারীকে মারতে নিষেধ করেছিলেন।

হামলাকারীকে না মেরে বরং সে তার ছাত্র কি-না সে বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছিলেন আহত জাফর ইকবাল— এমনটাই জানিয়েছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত তার সহকর্মীরা।

হামলার সময় সেখানে উপস্থিত থাকা শাবির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, 'গতকালকে [শনিবার] আমার সব ছাত্রদের একটা ভাইবা নেওয়ার কথা ছিল। তাই আমি চলে যেতে চাচ্ছিলাম। আমি স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছিলাম। স্যারের সঙ্গে কথা বলার মাঝখানেই একটি ছেলে পেছন থেকে স্যারকে আঘাত করে।'

তিনি বলেন, "আমরা বুঝে ওঠার আগে সে [হামলাকারী] বেশ কয়েকটি আঘাত করে ফেলে। হামলার পরপরই স্যার মাথার পেছনে হাত দেন। তখন তিনি বসাই ছিলেন। এর মধ্যেই আমরা স্যারকে টান দিয়ে সরিয়ে নেই। স্যার শুধু বলছিলেন, 'তোমরা দেখ ও [হামলাকারী] আমার স্টুডেন্ট কি-না? তোমরা ওকে মেরো না। আমি ঠিক আছি।' স্যার একটা কথা সবসময় বলছিলেন, 'আই অ্যাম পারফেক্টলি অলরাইট। আমার কিছু হয় নাই।' আমি খুবই অবাক হচ্ছিলাম যে, স্যারের ক্রমাগত ব্লিডিং হচ্ছে আর স্যার বলছেন, 'আই অ্যাম অল রাইট।' স্যারকে আমি গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময়ও বলেছি, হামলাকারী সুস্থ আছে। স্যার তখন আমাকে আবারও বলেন, 'তোমরা ওকে মেরো না। ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের ভায়োলেন্স করো না। কোনো হামলা বা ভাংচুর করো না। আমাদের ক্যাম্পাস আমরা নিরাপদ রাখতে চাই'।"

হামলার আগে ড. জাফর ইকবালের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল হামলাকারী যুবক— ছবি সংগৃহীত

সহকারী অধ্যাপক সাইফুল অভিযোগ করেন, 'হামলার সময় স্টেজে শিক্ষকরা ছাড়াও সিএসই ও ইইই বিভাগের সবুজ শাওন মোশাররফসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিল। ঘটনার সময় পর্যাপ্ত পুলিশ ছিল না। একটা জাতীয় প্রতিযোগিতা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনকে নিরাপত্তার জন্য জানাতে হয়। আমরা সেভাবেই জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ আমাদের এখানে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেনি।'

শাবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের প্রভাষক রিতেশ্বর তালুকদার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "বিরতি হলে হঠাৎ শব্দ শুনে স্যারের দিকে তাকাই। দেখি হামলাকারী স্যারকে ছুরিকাঘাত করছে। তখন আমিসহ অন্যরা টান দিয়ে স্যারকে সরিয়ে নিয়ে আসি। স্যার তখন বলছিলেন, 'আই অ্যাম ফাইন, আই অ্যাম অলরাইট।' পরে স্যারকে নিয়ে একটি গাড়িতে উঠি আমরা। স্যার আমাকে বললেন, 'তোমরা ওকে মেরো না। খবর নাও ও আমাদের ছাত্র কি-না। আমি ঠিক আছি।' আমি স্যারের সাথে গাড়িতে যাই। গাড়িতে ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন। তখন স্যার ওই ছাত্রলীগ নেতাকে বললেন, 'ব্যাপারটিকে পলিটিক্যালাইজ করো না তোমরা'।"

রিতেশ্বর তালুকদার বলেন, "পরে স্যার আমাকে বললেন, 'তুমি ইয়াসমীনকে ফোন দাও।' আমি বললাম আমার কাছে তো ম্যাডামের নম্বর নেই। তখন স্যার বলেন, 'আমার নম্বরের আগের নম্বরই ইয়াসমীনের।' পরে ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও স্বাভাবিকভাবে অপরিচিত নম্বর দেখে ফোন ধরেননি। এরপর স্যারের ফোন থেকে কল দিলাম। ওনার মেয়ে ফোন ধরলেন। তখন ইয়েশিম আপুর সঙ্গে স্যারের কথা হয়। ইয়েশিম আপুকে স্যার ইংরেজিতে বললেন, 'আই অ্যাম ফাইন। আই হ্যাভ বিন অ্যাটাকড বাই সাম পিপল। তুমি আমার আত্মীয় স্বজনকে ঘটনাটা জানাও। তাদেরকে ফোন করে জানিয়ে দাও, আমার ভাইবোনকে জানিয়ে দাও। তাদের যেন টিভি থেকে ঘটনাটা না জানতে হয়।' পরে স্যারের কথা হয় ইয়াসমীন ম্যাডামের সাথে। স্যার ম্যাডামকে বললেন, 'দেখ, বুঝতেই তো পারছো, আমার ওপর হামলা হয়েছে। তুমি প্যানিকড হয়ো না। আমি এখন কথা বলতে পারতেছি। কিন্তু কতক্ষণ কথা বলতে পারবো জানি না। এখন পর্যন্ত আমি সুস্থ আছি। তোমরা এত চিন্তিত হয়ো না'।"

প্রসঙ্গত, শনিবার বিকেলে শাবির মুক্তমঞ্চে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠান চলাকালে হামলার শিকার হন অধ্যাপক জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় পেছন থেকে তার মাথায় ছুরিকাঘাত করা হয়।

অধ্যাপক জাফর ইকবালের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদিন জানান, মঞ্চের পেছন থেকে এসে এক ছেলে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশসহ অন্যরা তাকে আটক করে। হামলাকারীর বয়স আনুমানিক ২৪-২৭ বছর।

হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় ড. জাফর ইকবালকে প্রথমে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আনা হয়।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com